بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৬ জুলাই ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক কানাডার মিসিসাগাস্থ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার-এ প্রদত্ত ৬ জুলাই ২০১২-এর (৬ ওফা, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আলহামদুলিল্লাহ্ আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। একজন আহমদীর জন্য জলসা প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে বা আনা উচিত। কারণ একটি বিশেষ পরিবেশে কেবল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র স্মরণে সমবেত হওয়া আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া আল্লাহ্‌র কৃপাবারিকে আকর্ষণ করে। মহানবী (সা.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, **'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভা বা বৈঠক আল্লাহ্‌র কৃপার উত্তরাধিকারী করে, জান্নাতের পথে নিয়ে যায়'**। মহানবী (সা.) বলেছেন, **'হে লোক সকল! তোমরা জান্নাতের উদ্যানে বিচরণ করতে চেষ্টা কর। সাহাবা জিজ্ঞাসা করেছেন জান্নাতের বাগান বলতে কি বোঝায়? হুযূর (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র স্মরণের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভা বা আসরই জান্নাতের বাগান'**।

অতএব এমন সব সভা বা বৈঠক যেখান থেকে জান্নাতের রাস্তা বের হয় সেসব সভা-সমাবেশ অবশ্যই কল্যাণময় হয়ে থাকে এবং আমাদের জলসা সমূহের উদ্দেশ্যই হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এগিয়ে যাবার কথা শোনা, দোয়া ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তা অর্জনের রীতি শেখা। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানবাধিকার প্রদানে সচেষ্ট হওয়া আর অন্যান্য পুণ্যকর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। আর এসব পুণ্য কর্মের প্রতি মনোযোগ, পাওনা প্রদানের প্রতি মনোযোগ– আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে আর আমাদের জিহ্বাকে তাঁর স্মরণে সিক্ত রেখে জান্নাতের উদ্যানের পথ নির্দেশ করে। বরং যার অধিকার প্রদান করা হচ্ছে সে যখন দেখবে খোদার স্মরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সেই সভার কারণে অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে তখন সেও আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। আর মু'মিনদের সভা-সমাবেশ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিত্র ও অভিব্যক্তি এমনটিই হওয়া উচিত।

অতএব আমাদের মধ্য হতে যারা এমন মনোভাব নিয়ে এখানে আসেন এবং তদনুসারে কাজও করেন– তারা সৌভাগ্যবান। এর ফলশ্রুতিতে তারা কেবল নিজেদের জন্যই জান্নাতের বাগানের পথ সুগম করে না বরং মানবাধিকার প্রদানের মাধ্যমে অন্যদেরকেও জান্নাতের উদ্যানে বিচরণের সুযোগ করে দেয়। এভাবে অধিক কল্যাণের দ্বার উম্মোচিত হয় এবং একজন মু'মিন আল্লাহ্‌র কৃপাভাজন হয়। কারণ অন্যদেরকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্যের সাথে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার প্রেরণা সৃষ্টিকারী অনুরূপ পুরষ্কারের ভাগী হয়

যতটা সৎকর্মশীল ব্যক্তি স্বয়ং লাভ করে থাকে। এক কথায় একটি পুণ্যকর্ম সুফলের আদলে কয়েকগুণ পুরষ্কারের অধিকারী বানিয়ে দেয় এবং এভাবে আল্লাহ্‌র দয়া ও কৃপাভাজন করে।

অতএব ইনি আমাদের প্রিয় খোদা! যিনি পুণ্যকর্মের শতগুণ বরং সহস্রগুণ ফল প্রদান করেন এবং নিজ বান্দার সামান্য প্রচেষ্টাকে এতটা ফলপ্রদ করেন যা মানুষের কল্পনাতীত। কাজেই প্রিয় এই খোদার ভালবাসার সন্ধানে সবাইকে থাকা উচিত। আমি প্রায় বলে থাকি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার সূচনা করে আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বার খুলেছেন। এবং জান্নাতের বাগানে বিচরণের জন্য এক সুবিস্তর ও উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অতএব আমাদের মধ্যে থেকে তারাই সৌভাগ্যবান যারা এমন সমাবেশ ও এমন পরিবেশ থেকে উপকৃত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করবে। কাজেই এই সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নর-নারী, ও আবালবৃদ্ধবনিতার চেষ্টা করা উচিত। জামাতের সদস্যদেরকে এ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে তৈরী করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে কতটা ব্যথা ছিল এবং তিনি কত যে ব্যাকুলতার সাথে এ জন্য দোয়া করতেন তা তাঁর এ বাক্যগুলো থেকে অনুমেয়;

হুযূর (আ.) বলেন, **আমি দোয়া করি এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ দোয়া করতে থাকব যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমার এ জামাতের সদস্যদের মন পবিত্র করে দাও এবং তোমার দয়ার হাত সুপ্রসারিত করে তাদের হৃদয়গুলোকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট কর আর তাদের হৃদয় থেকে সর্ব প্রকার দুস্কৃতি ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দাও। তাদের পরস্পরের মাঝে সত্যিকার ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোন এক সময় এ দোয়া কবুল হবে এবং আমার দোয়াগুলো আল্লাহ্ নষ্ট করবেন না। তবে হ্যাঁ! আমি এ দোয়াও করি, আমার জামাতের কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী চির দুর্ভাগা হয়ে থাকে, যার জন্য সত্যিকার পবিত্রতা ও খোদাভীতি অর্জন নির্ধারিত না থাকে তবে হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমা হতে তাকে সেভাবেই বিমুখ কর যেভাবে সে তোমা হতে বিমুখ এবং তার জায়গায় তুমি অন্য কাউকে দাও যার হৃদয় কোমল এবং যার হৃদয়ে তোমার সন্ধান থাকবে'।**

অতএব এ বাক্যাবলী তাঁর মর্মবেদনার এমন বহিঃপ্রকাশ যা হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুলে, গাঁ শিউরে উঠে আর তওবা ও ইস্তেগফারের প্রতি আকৃষ্ট করে। বিশুদ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অবনত হয়ে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে মাগফিরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রেরণা যোগায় এবং বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে। কাজেই আমাদের প্রত্যেককে এ দিনগুলোতে তওবা, ইস্তেগফার, দরূদ ও যিক্‌রে ইলাহীর প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা যেন শুধু আমাদের ঈমানকেই নিরাপদ না রাখেন বরং ঈমান, বিশ্বাস ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি প্রদান করা অব্যাহত রাখেন। আমাদের ইস্তেগফার যেন খাঁটি ইস্তেগফার হয়। আমাদের নামায ও ইবাদত যেন খাঁটি নামায ও ইবাদতে পরিণত হয় এবং আমাদের পক্ষ থেকে বান্দার প্রাপ্য অধিকার সংরক্ষণ করা যেন সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উপদেশটিও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে- তিনি (আ.) বলেন, **'যতক্ষণ হৃদয় বিনয়াবনত সিজদা না করবে কেবল বাহ্যিক সিজদার ভরসায় বসে থাকা দূরাশা মাত্র'**। অর্থাৎ আমরা খুব সিজদা করছি আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করবেন এসবই মিছে আশা। তিনি (আ.) বলেন, **'কুরবানীর রক্ত ও মাংস যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে পৌঁছে না শুধু তাক্বওয়া পৌঁছে ঠিক একইভাবে অন্তরের রুকূ, সিজদা ও কিয়াম না হলে দৈহিক রুকূ-সিজদার কোন মূল্য নেই'**। তিনি (আ.) বলেন, **'অন্তরের কিয়াম অর্থ' তাঁর নির্দেশ মেনে চলা, রুকূর অর্থ তাঁর প্রতি বিনত হওয়া এবং সিজদার অর্থ তাঁর জন্য নিজ সত্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'**। অতএব এটি হল তাঁর মান্যকারী ও জামাতের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা। তিনি (আ.) চান, তাক্বওয়ার মান যেন অর্জিত হয় আর এজন্য তিনি অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে এ দোয়া করেছেন। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারি। জাগতিক কাজে আমাদের অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এবং

তাক্বওয়া থেকে দূরে চলে যাওয়ায় আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈপ্লবিক মিশনে বাধা সৃষ্টিকারী না হই। আমরা যেন আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকারকে পদদলিত না করি। আমরা যেন তাঁর (মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর) আত্মার কষ্টের কারণ না হই।

অতএব এ জলসার কল্যাণ হতে পূর্ণভাবে লাভবান হতে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা ও দোয়ার উত্তরাধিকারী হবার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে নতুন উদ্দ্যমে অঙ্গীকার করতে হবে ও সচেষ্ট হতে হবে। (আর এ অঙ্গীকার হল), আমরা আমাদের তাক্বওয়ার মান আরো উন্নত করতে প্রয়াসী হব। তাক্বওয়ার পথ অনুসন্ধানের যে শিক্ষা পবিত্র কুরআন আমাদেরকে দিয়েছে এবং প্রকৃত মু'মিনের যে মান উল্লেখ করেছে তা খুঁজে বের করে এর উপর আমল করার পরই, আমরা তাক্বওয়ার সেই মান অর্জন করতে পারবো যার প্রত্যাশ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

তাক্বওয়ার পথ অনুসরণের বিষয়টি, পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। আমি কয়েকটি (আয়াতের) উল্লেখ এখানে করব যাতে করে আত্মবিশ্লেষণের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ অর্থাৎ আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাই তোমরা আমাকেই ভয় কর (সূরা আন্ নাহ্ল: ৩)। তাক্বওয়ার অর্থ হল, আত্মরক্ষার জন্য ঢাল এর পিছনে আশ্রয় নেয়া। পাপ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে বের করা। আল্লাহ্ বলছেন, যথাযথভাবে আমার ইবাদত করাই হল তাক্বওয়া। আর এ তাক্বওয়া প্রত্যেক উপায়ে তোমাদের রক্ষা করবে, পাপ থেকে রক্ষা করবে এবং বিপদ থেকে মুক্ত করবে। এটি সুস্পষ্ট, আল্লাহ্ তা'লার যথাযথভাবে ইবাদত করাই সেই মার্গে পৌছায় যেখানে খোদার ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয়। তবে এ ভয়-ভীতি খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসার কারণে, একজন প্রকৃত ইবাদতকারী ও মু'মিনের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। অন্য ভাষায় একেই তাক্বওয়া বলা হয়। তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত ও খোদা তা'লার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত গণ্য হবার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে ইবাদতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করার প্রতি যত্নবান হতে হবে। আর এটিই হল, মানব সৃষ্টির মূল উদ্দ্যেশ্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (সূরা যারিয়াত: ৫৭)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'বিভিন্ন প্রবৃত্তির মানুষ নির্বুদ্ধিতা ও হীনমন্যতার কারণে নানাবিধ লক্ষ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে।'** (হুযুর ব্যাখ্যা করে বলেন), আমরা আজকাল লক্ষ্য করছি বরং সর্বদাই এই নীতি চলমান যে, মানুষ মনে করে তার জীবনের উদ্দেশ্য সে নিজেই নির্ধারণ করে অথবা মনে করে তার জীবনের উদ্দেশ্য যেহেতু সে নিজেই নির্ধারণ করেছে তাই এটিই হল তার সফলতার রহস্য। আর এভাবে মানুষ খোদা তা'লা কতৃক বর্ণিত মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। হীনমন্যতার কারণে জীবনের ভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করে। আর তা জাগতিক চাওয়া-পাওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু খোদা তা'লা (মানব সৃষ্টির) যে উদ্দেশ্য নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন তা হল, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُو অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসানকে আমাকে চিনতে এবং আমার উপাসনার জন্য সৃষ্টি করেছি। অতএব এ আয়াতের আলোকে মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল, খোদা তা'লার ইবাদত করা, তাঁর সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। এ কথা সুস্পষ্ট, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করা মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। কেননা মানুষ নিজের ইচ্ছায় আসেও না আর নিজের ইচ্ছায় যাবেও না বরং সে তো সৃষ্ট। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সব প্রাণীকূলের তুলনায় তাকে সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। আর তিনি তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোন মানুষ এই উদ্দেশ্য অনুধাবন করুক বা না করুক মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে খোদা তা'লার ইবাদত করা এবং খোদাকে চিনা ও খোদা তা'লাতে বিলীন হয়ে যাওয়া।

অতএব এটি সেই মর্যাদা ও মানদন্ড যা প্রত্যেক আহমদীকে অর্জন করা উচিত। এজন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা আবশ্যক। মানুষ যতই নিজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুক না কেন আর তা অর্জনের যত চেষ্টাই করুক, তার জীবন নিরর্থক হবে। বর্তমানে পৃথিবীতে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে নিজের আরাম-আয়েশের জন্য নিজের উদ্দেশ্যাবলী চরিতার্থ করার জন্য মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করছে যার সারকথা হল, নির্লজ্জতা। মানবীয় মূল্যবোধ এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, সকল প্রকার নগ্নতা ও বাজে কার্যকলাপ মানুষের সামনে করা হচ্ছে এমনকি টিভিতে প্রদর্শনকে দোষণীয় মনে করা হয় না। বরং অনেক কাজ পশুর চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে থাকে। এর নাম রাখা হয় বিনোদন ও প্রশান্তি।

এদের অবস্থার চিত্রই আল্লাহ্ তা'লা এভাবে অঙ্কন করেছেন। বলেছেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ১৮০) অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা মানুষ ও জিনদের এক বড় অংশকে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু এর মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করে না অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতাকে বোঝার যোগ্যতাই তারা রাখে না। তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু এর মাধ্যমে তারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু এর মাধ্যমে তারা শুনে না। তাদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতাও নেই, আর না তাদের কান আধ্যাত্মিকতার কথা ও ধর্মের কথা শুনার উপযুক্ত আর না তারা অন্যের জিনিস ও সে বিষয় দেখার প্রতি মনোযোগ দেয়, যা দেখার জন্য খোদা তা'লা বলেছেন, আর না তা দেখা থেকে বিরত থাকে যা দেখতে খোদা তা'লা বারণ করেছেন। মোটকথা জাগতিক কামনা-বাসনা সম্পূর্ণরূপে তাদের উপর ছেয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, এই লোকেরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এর চেয়েও অধম ও বিভ্রান্ত আর এরাই উদাসীন।

আবার অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (সূরা আল্ ফুরকান: ৪৪) অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে নিজেদের কামনা-বাসনাকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এরা কেবলমাত্র তাদের কামনা-বাসনারই পূজারী।

আবার বলছেন, أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (সূরা আল্ ফুরকান: ৪৫) অর্থাৎ তুমি কি মনে কর, তাদের মাঝে অধিকাংশ শুনে বা বুদ্ধি বিবেক রাখে। তাদের মাঝে অধিকাংশই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং আরো অধম। এ আয়াতে তাদের অঙ্কন করা হয়েছে যারা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বুঝে না। আর নিজেদের কামনা-বাসনার পিছনে ছুটে চলেছে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যিনি সৃষ্টি করে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করেছেন তোমরা তাঁকে ভুলে গেছ। আর নিজেদের লক্ষ্য নিজেরা নির্ধারণ করছ। এমন লোকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। জন্তু-জানোয়ারের কর্মের হিসাব হবে না। কিন্তু এই অধঃপতিতদের কর্মের যে হিসাব হবে তা তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এখানে ঐ বিষয়টি স্পষ্ট, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন আমরা এক বড় অংশকে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করেছি।

কিন্তু এর দ্বারা ভুল বোঝা-বুঝির যেন সৃষ্টি না হয় যে আল্লাহ্ তা'লার কথায় স্ববিরোধ আছে, এক দিকে বলছে, আমি জিন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি আবার অন্যদিকে বলছে, জাহান্নামের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি! বরং এর অর্থ হল, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন সত্ত্বেও, খোদা তা'লার কৃপা অফুরন্ত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক একে কাজে লাগায় না এবং খোদা তা'লার ইবাদত করে নিজের ইহকাল-পরকালকে সুন্দর করে না করে এর পরিবর্তে স্বীয় কামনা-বাসনার দাসত্ব করে জাহান্নামের পথ সুগম করে। ভাষাবিদগণ বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন, জাহান্নাম শব্দের পূর্বে 'লে' ব্যবহার করা হয়েছে বা যে অতিরিক্ত লাম যুক্ত করা হয়েছে তা তাদের পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে— তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের দিকে নয়। অতএব মানুষ খোদা তা'লার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে, তার ইবাদতের দায়িত্ব পালন না করে, আদেশ-নিষেধ না

মেনে মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হচ্ছে। আমি যেভাবে বলেছি, বর্তমানে মানুষের অপকর্মের কারণে এমন পরিণাম হয়েছে। পশুর চেয়েও নীচ কার্যকলাপ আরম্ভ করেছে, প্রকাশ্যে নোংরা কর্মে লিপ্ত। মন্দ এবং অশ্লীল কাজ করা হয়। পর্ণোগ্রাফির ভিডিও এবং ফিল্ম সহজেই হস্তগত করা যায। এগুলো দেখে এরা পশুর চেয়েও অধম হয়ে গেছে। আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আমার কাছে অনেক এমন অভিযোগও আসে, আমাদের আহমদী যুবকরা বরং মধ্য বয়স্ক অনেকে এমন নোংরা ছবি বা তুলনামূলক ভাবে কম নোংরা ছবি দেখার ব্যাধিতে আক্রান্ত যার ফলে কতিপয় ঘরও ভেঙে যাচ্ছে।

তাই প্রত্যেককে খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, এমন বিপথগামী লোকদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও স্পষ্ট করে বলেছেন, **'যদি আমার সাথে থাকতে হয় তবে এসব বৃথা কার্যকলাপ ও কামনা-বাসনার দাসত্ব পরিত্যাগ কর, অন্যথায় আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও'।** এমন লোকেরা সাধারণত জলসা ইত্যাদিতে আসে না, জামাত থেকেও দূরে সরে থাকে। কিন্ত আমার এ কথা যদি তাদের কর্ণগোচর হয় অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন যদি তাদেরকে এ কথাগুলো পৌঁছে দেন তাহলে তাদের আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। অথবা নিযামে জামাত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে তারা স্বয়ং জামাত থেকে পৃথক হয়ে যাক। একইভাবে যৌবনে যারা পদার্পণ করছে তারা ভাল-মন্দ উপলব্ধি করে না আর পরিবারের সদস্যরাও তাদেরকে বোঝায় না। নিযাম বা জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথেও তাদের এতটা সম্পৃক্ততা থাকে না। কাজেই তাদেরকেও আমি বলব, এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ জিনিস দেখা, ফিল্ম ইত্যাদি দেখা এক ধরনের নেশা। তাই এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না যারা এই বৃথা কাজে লিপ্ত। কেননা তারা তোমার উপরও প্রভাব বিস্তার করবে। একবারও যদি এ ধরনের বা কোন ধরনের নোংরামীর শিকার হও তাহলে এথেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখা করতে গিয়ে একস্থলে বলেন, **'খোদা তা'লা বলেছেন, আমরা জাহান্নামের জন্য অধিকাংশ মানবজাতিকে এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি। আরও বলেন, সে জাহান্নাম তারা স্বয়ং বানিয়ে নিয়েছে'।** আল্লাহ্ তা'লা ঐ জাহান্নাম সৃষ্টি করেন নি বরং জাহান্নাম তারা স্বয়ং প্রস্তুত করেছে। তিনি (আ.) বলেন, **'তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হয়, পবিত্র হৃদয় পবিত্রতার কথা শ্রবণ করে এবং অপবিত্রচেতা মানুষ তার কলুষিত মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ করে। তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হয় কিন্তু তারা শ্রবণ করে না'।** যারা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী তাদের উপর পবিত্র কথার প্রভাব পড়ে। কিন্তু যারা নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করে, তারা বলে, জগতের আলোকে ভোগ করা উচিত, তারা নিজেদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাদের পরিণাম জাহান্নাম হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, **'এমন লোকদের জন্য পরকালেও জাহান্নাম আর ইহকালেও'।**

অর্থাৎ ইহলৌকিক জাহান্নাম থেকেও মুক্তি মিলবে না। কেননা পার্থিব জাহান্নাম পরকালীন জাহান্নামের লক্ষণ ও প্রমাণ স্বরূপ হয়ে থাকে। এরূপ লোকদের কোন কোন ব্যাধি এবং অন্যান্য কারণে এ পৃথিবীতেও জাহান্নাম দৃষ্টি গোচর হয়। এরপর পার্থিব জাহান্নামের চিত্র অঙ্কন করে তিনি (আ.) বলেন, **'এ ধারণা কর না যে, কোন বাহ্যিক দৌলত বা রাজত্ব বা সম্পদ ও সম্মান, অধিক সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির জন্য আরাম বা প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ হয় আর সে সময় সে বেহেশ্তে থাকে। কখনো নয়, সেই প্রশান্তি, সুখ ও আনন্দ যা বেহেশ্তের পুরস্কারাদীর অন্তর্ভূক্ত তা এসব কথার ফলে লাভ হয় না। বরং তা খোদার সত্তার জন্য জীবন-যাপন ও মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমেই লাভ হয়'।**

তিনি (আ.) বলেন, **'পার্থিব মোহ এক ধরনের অপবিত্র লোভ সৃষ্টি করে, চাহিদা ও পিপাসা বাড়িয়ে দেয়।** (ইসতেস্কা) **অধিক পিপাসায় ভোগে এমন রোগীদের ন্যায় ধ্বংস হওয়া ছাড়া কখনো তাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। অতএব এসব বৃথা আকাঙ্খা ও আক্ষেপের আগুনও মূলতঃ সেই জাহান্নামের আগুন যা মানুষের হৃদয়কে শান্তি**

ও মুক্তি পেতে দেয় না বরং তাকে এক অনিশ্চয়তা ও ব্যাকুলতায় জর্জরিত করে রাখে। তাই এ বিষয়টি কখনো যেন আমার বন্ধুদের দৃষ্টির আড়ালে না থাকে'। অর্থাৎ তাঁর এ কথাগুলো সর্বদা স্মরণ রাখুন। এ আগুন মানব হৃদয়কে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয় এবং একটি পোড়া কয়লার চেয়েও কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন বানিয়ে দেয়। এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে ভালবাসার পরিণাম।

অতএব একজন প্রকৃত মু'মিনকে তাক্বওয়ার পথে বিচরণকারী এবং তাক্বওয়া সন্ধানীকে নিজের সব কর্ম বিশুদ্ধভাবে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করতে হবে। হৃদয় থেকে কামনা-বাসনা এবং কৃত্রিম প্রশান্তির পার্থিব প্রতিমা সমূহ বের করে বাইরে নিক্ষেপ করতে হবে। তবেই একজন বিশ্বাসী প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে। অতএব এ দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা সংশোধনের যে সুযোগ দান করেছেন, সবার উচিত আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয়া। শুধু বড়-বড় পাপই নয় বরং ছোট-খাটো পাপও দূর করার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা এসব ছোট-ছোট পাপ কখনো কখনো মানুষকে তাক্বওয়া থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং ক্রমশঃ পাপে নিমজ্জিত করতে থাকে। সর্বদা খোদার স্মরণে রত থাকুন। ইস্তেগফার ও দরূদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। আপন হৃদয়কে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর ভালবাসা থেকে মুক্ত করুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হোন কেননা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ খোদা তা'লার ভালবাসা আকর্ষণ করার মাধ্যম হয়ে থাকে। এ দেশে এসে পার্থিব দিক থেকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা সমূহের যে দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তাকে খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির মাধ্যম নয় বরং তাঁর পুরস্কাররাজি অর্জনের মাধ্যম বানান। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমাদের তাক্বওয়া তোমাদের মর্যাদার কারণ। এটি বলেন নি যে, তোমাদের অর্থ-সম্পদ তোমাদের মর্যাদার কারণ।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী বা খোদাভীরু (সূরা আল্ হুজুরাত: ১৪)। আমরা প্রায়ই এটি শুনে থাকি, প্রায়ই আমাদের বক্তৃতা সমূহে বক্তারা এটি উল্লেখ্য করে থাকেন, কিন্তু এটি যেভাবে পালন হওয়া প্রয়োজন সেভাবে হয় না। যদি এটি সত্যিকারভাবে পালিত হয় তবে অনেক বিষয়, অনেক ঝগড়া-বিবাদ যা জামাতের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে তা আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ **- অনুসারে কোন ব্যক্তি যত বেশী তাক্বওয়ার সুক্ষ্ম পথ অনুসরণ করবে, খোদা তা'লার সন্নিধানে সে ততই মর্যাদার অধিকারী হবে'।**

কাজেই বিপদ আসার পূর্বে বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার আগাম চেষ্টা করা অর্থাৎ বিপদ আসার পূর্বেই বিপদ থেকে বাঁচার পন্থা অবলম্বন করা নিঃসন্দেহে উচ্চ মার্গের তাক্বওয়া। এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'মহান ও সম্মানিত কেউ কখনো পার্থিব নীতির ভিত্তিতে হতে পারে না বরং খোদার দৃষ্টিতে সে-ই মহান যে মুত্তাকী'**। তিনি (আ.) আরো বলেন, **'স্ব-ধর্মের গরীব ভাইদের প্রতিও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না, ধন-সম্পদ অথবা বংশগত গৌরব নিয়ে অনর্থক বড়াই করে অন্যদের তুচ্ছ ও ছোট মনে করবে না। খোদার দৃষ্টিতে সে-ই সম্মানিত যে মুত্তাকী'**। এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, **'মুক্তি বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বা ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করে না বরং এটি আল্লাহ্ তা'লার করুণার (কর্ম) উপর নির্ভর করে আর আল্লাহ্ তা'লার কর্ম বা করুণা কীভাবে অর্জন করা যায়'**। এ ব্যাপারে তিনি (আ.) বলেন, 'সৎকর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং দোয়াই এই খোদার কৃপাকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কর্ম বা স্নেহ আকর্ষণ করে সৎকর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ, আনুগত্য আর দোয়া। আবার অন্যত্র তিনি (আ.) সুস্পষ্টভাবে সর্তক করেছেন আর এর বাক্যগুলোও বেশ কঠোর।

তিনি (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে মহান ও সম্মানিত সে-ই যে মুত্তাক্বী। এখন যে জামাত তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত খোদা তা'লা সেই জামাতকেই প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং অন্যদের ধ্বংস করে দিবেন। এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর অবস্থা আর এই জায়গায় মুত্তাকী এবং পাপাচারী উভয় সহাবস্থান করতে পারে না।**

মুত্তাকীর টিকে থাকা এবং নোংরার ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবধারিত। আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে কে মুত্তাকী এর জ্ঞান যেহেতু খোদাই রাখেন তাই এটি অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপারে। সে ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যে মুত্তাকী এবং সে-ই দুর্ভাগা যে অভিস্পাতগ্রস্থ।

অতএব আমি যেসব উদ্ধৃতি পাঠ করেছি এগুলো একজন মুত্তাকী আহমদীকে আন্দোলিত করার জন্য যথেষ্ট। তিনি (আ.) বলেন, **'বিপদ আপতিত হবার পূর্বেই সেই বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা কর এবং বিপদ-আপদ থেকে বাঁচা বলতে যা বুঝায় তা হল, সকল কথা ও কাজ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। যেন মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকাভূক্ত হওয়া যায়'**। এরপর তিনি এই তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হবার তিনটি পন্থা উল্লেখ করেছেন, **প্রথমতঃ** সৎকর্ম কর **দ্বিতীয়তঃ** তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন পুণ্যার্জনের লক্ষ্যে হয়, অর্থাৎ সৎকর্মের দিকে ইঙ্গিত করছেন। আর এই পুণ্যকর্ম শনাক্তকরণ সম্ভব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আদর্শের দর্পণে। অতএব সেই আদর্শ দেখ! এটি সেখানে-ই পাবে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনন্য আদর্শ সম্পর্ক হযরত আয়শা (রা.) বলেছিলেন, **'তাঁর আদর্শ হল, পবিত্র কুরআন'**। অতএব পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য কর তাহলে তা লাভ হবে। এরপর নিজ কর্ম এবং মহনাবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণকে আল্লাহ্ তা'লার সামনে নত হয়ে দোয়ার মাধ্যমে আরো সুন্দর কর'**। তিনি (আ.) বলেন, **'এই জামাতের অদৃষ্টেই সফলতা নির্ধারিত আর এরাই তাক্বওয়ার উপর পরিচালিত যারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে'**।

কাজেই আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা এই মূল বিষয়টি বুঝে, এই মৌলিক বিষয়টি অনুধাবন করে আর পার্থিব ধন-সম্পদকে অগ্রগণ্য মনে করে না বরং তারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাক্বওয়া অর্জনের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীদের একটি বড় অংশ এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনা করে। জামাতের সদস্যদের আচার-আচরণ এবং ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এখনও এ ক্ষেত্রে অনেক উন্নতির অবকাশ আছে। খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফীক দান করুন, আমরা যেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝি, তাক্বওয়ার উপর পরিচালিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লা একজন মুত্তাকী সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছেন তা থেকে অংশ লাভ করতে পারি। মুত্তাকীদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার অনেক প্রতিশ্রুতির মাঝে এই অঙ্গীকারও রয়েছে, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ সফলতা এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত (সুরা আল্ আ'রাফ: ১২৯)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'সর্বপ্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, পরচর্চা, আত্মম্ভরিতা, আমিত্ব ও অপকর্ম তা গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে আর আলস্য ও ঔদাসীন্য এড়িয়ে চল। স্মরণ রেখ! শুভ পরিণাম সর্বদা মুত্তাকীদেরই হয়ে থাকে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (সুরা আল্ আ'রাফ: ১২৯) **— কাজেই মুত্তাকী হবার জন্য চিন্তা কর।**

অতএব এই যে পরিবেশ যা জলসার কল্যাণে আমাদের লাভ হচ্ছে একে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রত্যেককে নিজের পাপের উপর দৃষ্টি রেখে সকল প্রকার মন্দ থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর সকল প্রকার সৎকর্মের প্রতি মনোযোগী হতে হবে যা আমাদেরকে সফলভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির দ্বার প্রান্তে উপনীত করবে। আল্লাহ্ তা'লা কেবল ব্যক্তিগত শুভ পরিণামের কথা বলেই যথেষ্ট মনে করেন নি বরং জামাতের সদস্যদের যত বড় অংশ আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে সৎকর্মের অনুসরণ ও তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করবে, সমষ্টিগতভাবে জামাতের উপর আল্লাহ্ তা'লার আশিসের বারিধারাও প্রবলতর হতে থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর সেই অঙ্গীকার যা খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করেছেন, তা নিজেদের জীবনে আমরা পুরো হতে দেখব।

নিশ্চয় এটি খোদা তা'লার অঙ্গীকার। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও আল্লাহ্ তা'লা একই অঙ্গীকার করেছেন যেমনটি খোদা তা'লা স্বীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর সকল প্রত্যাদিষ্টের সাথে অঙ্গীকার করে থাকেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي-অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এটি নির্ধারিত করে রেখেছেন, আমি এবং আমার রসূলই জয়যুক্ত হব (সূরা আল্ মুজাদেলা: ২২)। অতএব প্রকৃত ইসলাম এবং আহমদীয়াতই জয়যুক্ত হবে। ইসলামের জয়যুক্ত হবারই কথা কিন্তু আমরা যদি তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করি তাহলে আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেই উন্নতি এবং বিজয় প্রত্যক্ষ করব। এই শুভ পরিণাম যা জামাতের জন্য অবধারিত এর মহিমা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করব।

অতএব এই মাহাত্ম্যকে এবং এই বিজয়কে প্রত্যক্ষ করার জন্য নিজেদের তাক্বওয়ার মানকে উন্নত করার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। জামাতের উন্নতি এবং পরিণাম সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'এটিও স্মরণ রাখার যোগ্য, সিদ্ধান্ত নির্ভর করে পরিণামের উপর, খোদা তা'লা একথাই বলেছেন,** وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ। তিনি (আ.) বলেন, **এটিই আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন রীতি, সত্যবাদীদেরকে তাদের পরিণামের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়'**। তিনি (আ.) বলেন, **সূচনাতে নবীদের উপর এমন কঠিন ভূমিকম্প আসে যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সফলতার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কিন্তু অবশেষে ঐশী সাহায্যের প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হতে আরম্ভ হয়'**।

নিজ জামাতের এই শুভ পরিণতি এবং ঐশী সুসংবাদের কথা তিনি (আ.) এভাবে উল্লেখ করেছেন, **'সত্য প্রতিশ্রুতি স্বরূপ খোদার পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ লাভ করে থাকি'**। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য প্রতিশ্রুতি ভিত্তিক সুসংবাদ পাচ্ছি। এর ফলে আমার দুঃখ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে যায় আর এ কথায় নুতনভাবে ঈমান দৃঢ় হয়। অর্থাৎ জামাতের শুভ পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সংবাদ দেন তখন তিনি (আ.) বলেন, **'আমার ঈমান সতেজ হয়ে যায়'**।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **'আমি সুগন্ধ পাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্ চূড়ান্ত বিজয় আমাদের-ই হবে'**। অতএব এ উন্নতি এবং বিজয় জামাতে আহমদীয়ার অদৃষ্টেই লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের এ উন্নতির অংশ হতে হলে আমাদের তাক্বওয়ার মানকে উন্নত করা আবশ্যক। জলসার এ দিনগুলোতে এবং কিছু দিন পর ইনশাআল্লাহ্ যে রমযান শুরু হতে যাচ্ছে, তা থেকেও পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করে প্রত্যেক আহমদীকে স্বীয় তাক্বওয়ার মানকে উন্নততর করা অব্যাহত রাখতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তা অর্জনের সামর্থ দান করুন এবং জলসার এ দিনগুলোর কল্যাণে প্রত্যেককে সিক্ত হবার সুযোগ দান করুন। আমাদের প্রত্যেকে-ই জলসার সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত কল্যাণ লাভে সক্ষম হোক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় যোগদানকারী এবং জামাতের সদস্যদের জন্য যে দোয়া করেছেন আমরা যেন সেসব দোয়ার উত্তরাধীকারী হতে পারি।

কতক প্রসাশনিক বিষয়ও রয়েছে। জলসার সমস্ত কার্যক্রম পুরো মনোযোগসহ সবার শোনা উচিত, উপস্থিতিও যথাযথ থাকা উচিত। যেসব জ্ঞানগর্ভ, আধ্যাত্মিক, শিক্ষামূলক বিষয় বর্ণীত হবে সেগুলোকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সে সুযোগ দান করুন।

এছাড়া প্রসাশনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ও বলতে চাই, জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে ব্যবস্থাপনার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত। এছাড়া ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব পালনকারীদের উচিত হবে আতিথ্যের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করা। অনুরূপভাবে দায়িত্ব পালনকারী এবং জলসায় যোগদানকারী প্রত্যেকেই আসে-পাশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন আর এ জলসাকে সর্বৈব কল্যাণময় করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)